



124294 - স্বামী-স্ত্রী দুইজনরে মাঝে ভীব্র বরিোধ, আমরা কিতাকে তালাক দয়োর উপদশে দবি?

প্রশ্ন

আমি একজন ববাহতি পুরুষ। আমার কয়কেজন সন্তান ও একজন স্ত্রী রয়েছে। কিন্তু, স্ত্রীর সাথে সব সময় আমার ঝগড়া লগে থাকে। আমি অনেকবার তার সাথে আমার সমস্যা নরিসনরে উদ্যোগ নিয়েছি; কিন্তু কোন কাজ হয় নাই। সে তালাকরে প্রতিন্তুষ্ট নয়। জবৈকি দকি থেকেও সে আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। আমাদের এখানে প্রথাগতভাবে দ্বিতীয় ববাহ অনুমতিনয়। কথিবা মানুষ ববাহতি পুরুষরে কাছে তাদরে ময়েদেরেকে বয়িে দেয় না। আমার আশংকা হচ্ছে- এভাবে চলতে থাকলে আমি হারামে লপিত হতে পারি। আপনারা আমাকে অবহতি করুন ও গাইড করুন। আমি আশা করব আপনারা আমাকে উপদশে দবিনে, কথিবে আমি এ সমস্যা থেকে মুক্তি পতে পারি। এর ভাল সমাধান কী হতে পারে? আল্লাহ্ আপনারেকে উত্তম প্রতদিন দিনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

কোন ঘরই সমস্যা মুক্ত নয়। কিছু ঘররে সমস্যা মামুলি। আর কিছু ঘররে সমস্যা জটলি। যনি তার সমস্যা সমাধান করতে চান কথিবা অন্যরে সমস্যা নরিসন করতে চান তাকে সমস্যার কারণগুলো জানতে হবে; যগুলো পরপ্রিক্ষেতিে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে, কথিবা দুই বন্ধুর মাঝে, কথিবা পতি-পুত্ররে মাঝে কথিবা য়ে কোন পক্ষরে মাঝে বরিোধ, ঝগড়াঝাঁটি ও মন কষাকষি সৃষ্টি হয়।

আপনার ও আপনার স্ত্রীর মাঝে কী নিয়ে মতবরিোধ তা আমরা জানিনি। তাই আমরা এ ব্যাপারে আপনাকে সাধারণ কিছু পরামর্শ দবি, যগুলো আপনার জন্য ও অন্য কারো জন্য উপকারী হবে।

প্রিয় ভাই, আপনি আপনার ও আপনার স্ত্রীর মাঝে এ সমস্যাগুলোর কারণ খুঁজে বরে করুন। হতে পারে আপনি এ সমস্যাগুলোর মূল ও প্রধান কারণ। আপনার এমন কোন স্বভাব যা আপনি পরবির্তন করতে পারছেন না, কথিবা আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার খারাপ আচরণ, কথিবা আপনার স্ত্রী ও তার সন্তানদরে প্রতিনি আপনার অবহলো কথিবা অন্য কোন কারণ যার কোন সীমা নাই। তাই আপনার কর্তব্য হচ্ছে নিজরে ভুলগুলো শোধরানো। আপনার উচিত হচ্ছে- সে ভুলগুলো যদি আপনার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে সেগুলোর কারণগুলো দূর করা। আপনার অজানা নয় য়ে, স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ,





করুন। যদি তার পক্ষ থেকে কোন পরবর্তন না ঘটে তাহলে তালাক দিতে আপনি দ্বিধা করবেন না এবং হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক থাকুন। আল্লাহ্ শরিয়ত অনুযায়ী আপনি এখন মুহসান (বিবাহিত)। আল্লাহ্ না করুন হারামে লিপ্ত হলে আপনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপে হত্যা। ইসলামে অন্যরে অধিকার লঙ্ঘনকারীর ব্যাপারে অনেকে হুমকি এসেছে এবং ব্যভচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে অনেকে সতর্কবাণী এসেছে; আল্লাহ্ যা হারাম করছেন। অতএব, এর থেকে সর্বমোট সতর্ক থাকুন।

আল্লাহ্ই তাওফিকদাতা।